একজন মানবতাবাদীর দৃষ্টিতে

সম্প্রদায় এবং সাম্প্রদায়িকতা

(উৎসর্গ- অনন্ত বিজয় দাশ এবং জাহিদ রাসেল--তরুন প্রজন্মের দু'জন বিজ্ঞান ও মানবতাবাদী কর্মীকে)

-জাহেদ আহমদ
anondomela@yahoo.com

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে,
লালন বলে জাতের কী রূপ
দেখলাম না এই নজরে।

—লালল ফকির

একঃ

অর্থনীতিবিদ অমর্ত সেন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর ঢাকা ভ্রমণে গেলে বিটিভি তাঁর একটি সাক্ষাতকার প্রচার করে। সাক্ষাতকারটি নিয়েছিলেন বাংলাদেশের আরেক জনপ্রিয় অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। অমর্ত সেনকে করা অনেকগুলি প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল অনেকটা এরকমঃ *বাংলাদেশ-ভারতে আপনার জন্ম, শৈশব-কৈশোর কেটেছে। আবার ইংল্যান্ড ও আমেরিকাতে আপনি অধ্যাপনায় জড়িত, সেখানে আপনার বাড়ি ও রয়েছে। এতগুলি দেশের মধ্যে কোন দেশটিকে আপনার সবচেয়ে আপন বলে মনে হয় ?* যদ্দুর মনে পড়ে, জবাবে অমর্ত সেন এরকম কিছু একটা বলেছিলেনঃ *এ ক্ষেত্রে আমার বলতে কোন সমস্যা নেই যে, আমি যখন যেখানে যাই, সেই দেশটা এবং তাঁর মানুষ আমার নিজের বলে মনে হয়। এ ক্ষেত্রে ঢাকাকে যেমন আমার আপন মনে হয়, তেমনিভাবে আপন মনে হয় কলকাতা, লন্ডন এবং বোস্টনকে।* এবার নিজের একটা ছোট অভিজ্ঞতার কথা বলি। ১৯৯৬ সাল। ভারতের ব্যাংগালোরে আমি তখন ছাত্র। বিএসসি পরীক্ষা দিয়ে চেষ্টা করছি বায়োটেকনলিজেতে মাস্টার্স-এ ভর্তি হওয়ার জন্য। এখানে সেখানে দৌড়ঝাঁপ করছি। সুদূর মধ্য প্রদেশ থেকে শুরু করে নিকটতম অন্ধ্র প্রদেশের তিরুপাতি শহরে পর্যন্ত (যেখানে দক্ষিন ভারতীয় হিন্দুদের অন্যতম তীর্থস্থান *'বালাজি টেম্পল'* অবস্থিত)। ব্যাংগালোর থেকে বাসে তিরুপাতি ৪/৫ ঘন্টার যাত্রা। সেখানে শ্রী ভেঙ্কটেশ বিশ্ববিদ্যালয়ে *(এসভি ইউনিভার্সিটি)* আমাকে যেতে হয়েছিল বার কয়েক ভর্তির কাজে। তিরুপাতি থেকে প্রতিবার ব্যাংগালোরে ফিরার সময় একটা বিশেষ অনুভূতি আমাকে অবাক করত। সেটি এই- আমি বাংলাদেশের ছেলে। ব্যাংগালোর এবং তিরুপাতি দু'টো জায়গাই আমার জন্য বিদেশ। অথচ প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে প্রতিবার ব্যাংগালোরে ফিরতে তীব্র আনন্দ হতো মনের মধ্যে। যেন নিজের ঘরে ফিরছি। আবার তেমনি ব্যাংগালোর থেকে প্রতিবার বাংলাদেশে ফিরার সময় মন খুশীতে নেচে উঠত, মনে ভেসে ওঠত মায়ের মুখ ও আপনজনদের চেহারা (আমেরিকাতে আজকাল সেটা হয় না)। চিন্তা করে দেখলাম, আপন দেশ, জন্মস্থান, আপন ধর্ম ইত্যাদি বিষয় গুলির খুবই সঙ্গত ব্যাখ্যা রয়েছে। আমি যদি বাংলাদেশে জন্ম গ্রহণ না করে আফ্রিকার জঙ্গলে ও জন্ম গ্রহন করতাম, আমার কাছে সেটি ও একই অনুভূতির সৃষ্টি করত। তার প্রমাণ- মাত্র তিন বছর থাকাতে ব্যাংগালোর আমার নিজের শহর হয়ে ওঠেছিল। অমর্ত সেন তাই এ সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন।

দুইঃ

বিপ্লব পাল আমাকে ও মুক্তমনার আরেকজন মডারেটর ফরিদ আহমদকে উদ্দেশ্য করে লিখতে গিয়ে বলেছে, *'নিজের সম্প্রদায়ের লোকেদের প্রতি প্রায় সবারই একটা মমত্ববোধ থাকে। সেই অর্থে আমরা সবাই সাম্প্রদায়িক। কেও যদি বলে আমি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, সে মিথ্যাবাদি।'* স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, একজন মানবতাবাদী ও কি তাহলে *সাম্প্রদায়িক* ? তার আগে আমাদের বুঝতে হবে মানবতাবাদীরা *সম্প্রদায়* বলতে শুধু কোন নির্দিষ্ট একটা ধর্ম বা বর্ণের অনুসারীদেরই বোঝান না (তাঁদেরকে তিনি গণনার বাইরে ও রাখছেন না),বরং একজন মানবতাবাদীর কাছে *সম্প্রদায়* বলতে সতত একটা জিনিসই বোঝায়— এবং সেটি হচ্ছে মানব সম্প্রদায়। একজন মানবতাবাদী ধর্ম এবং ধর্ম সংশ্লিষ্ঠ আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধাচারণ করলে ও তিনি কখনোই বলতে পারেন না যে, আমি মানবতাবাদে বিশ্বাসী, তাই হিন্দু/মুসলিম/খৃস্টানদের ঘৃণা করি। তা বললে মানবতাবাদীর সাথে একজন আচার-সর্বস্ব ধার্মিক লোকের কোনই পার্থক্য থাকে না। যেমন- একজন খাঁটি মুসলমান বিশ্বাস করে, প্রতিটি মুসলমান একে ওপরের ভাই। মানবতাবাদীরা প্রশ্ন ছুঁড়েন- শুধু প্রতিটি মসুলমান কেন, কেন ইসলাম বলতে পারে না যে, প্রতিটি মানুষ একে ওপরের ভাই? অবশ্য ইসলাম বা অন্যান্য ধর্ম (যেমন- ইহুদীরা বলে তাঁরা *ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত,* হিন্দু ব্রাহ্মণরা মনে করে, তাঁরা মনুর মুখ থেকে আর শুদ্ররা পা থেকে তৈরী হয়েছে) এসব কথা না বললে পৃথিবীতে মানবতাবাদের প্রয়োজনই ফুরিয়ে যেতো (তাতে দুঃখ ও ছিল না)। কবিকে লিখতে হতো না-

গাহি সাম্যের গান,
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই
নহে কিছু মহীয়ান।

বিপ্লব পালকে প্রথমেই জানিয়ে রাখি, এটা খুবই সত্য যে ইসলাম বিরোধী হলে ও একজন মানবতাবাদী হিসেবে আমি

মুসলমানদের ঘৃণা করি না, করতে পারি না। পৃথিবীর প্রায় এক পঞ্চমাংশ মানুষকে পা দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়ে সুন্দর পৃথিবী গড়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আত্ন-তৃ প্তির ঢেঁকুর কেউ কেউ তুলতে পারলে ও আমি পারি না; পারব ও না। আমার কাছে একজন মুসলমান যা, একজন হিন্দু/ইহুদী ও তা; তাঁরা উভয়েই মানব পরিবারের সদস্য। তবে ইসলাম ও মুহম্মদের সঙ্কীর্ণতা ও কপটতা সম্পর্কে পাঁচ বছর আগে যা বলেছি, যা লিখেছি, তা আজ ও সত্য বলে মনে করি। একজন মানবতাবাদী হিসেবে *সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা* সম্পর্কে আমার নিজের ব্যাখ্যা দিলাম। এবার বিপ্লব পালের কাছে প্রশ্ন ঃ যেহেতু সে ধর্ম, মানবতাবাদ, হিন্দুত্ববাদ —এ গুলির কোনটিতে বিশ্বাস করে না (আমার কাছে লেখা ইংরেজী আর্টিকেলে উল্লেখ করেছে); বিশ্বাস করে কেবল বিজ্ঞান এবং সত্যে (যেমনটি লিখেছে), তাঁর তথাকথিত *নিজের সম্প্রদায়টা* আসলে কি, এটি কি কোন এলিয়েন সম্প্রদায়?

আমার কাছে আর ও কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা দাবী করেছে বিপ্লব পাল। অনুযোগের সুরে বলেছে *'হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে আমি লিখেছি প্রায় দুশো প্রবন্ধ-পক্ষে লিখিনি একটিও। তাও আমি হিন্দুত্ববাদি!'* এ ক্ষেত্রে আমার জবাব পরিস্কারঃ বেশি প্রবন্ধ দিয়ে কিছুই বিচার হয় না। ভূপেন হাজারিকা তো সারা জীবন *'মানুষ মানুষের জন্যে গাইলেন,'* কিন্তু শেষে করলেনটা কি? বিজেপিতে যোগ দিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে জিন্নাহ অধার্মিক ও সেকুলার ছিলেন। তাতে কি হয়েছে? দুই বাংলায় ও এমনি প্রচুর উদাহরণ আছে। বাংলাদেশে জাসদের প্রতিষ্ঠাতা মেজর জলিল, আরেক জাসদ নেতা রব, শাজাহান সিরাজদের কথা উল্লেখ করা যায়। আমি এক সময়ের তুখোড় বাম পন্থী কবি আল-মাহমুদের উদাহরণ ও টানতে পারি। বিপ্লবের পরের অভিযোগ- *'ইদানিং মুক্তোমোনায়* (দুঃখের বিষয়, অদ্যাবধি পাল 'মুক্তমনা' নামটা শুদ্ধ করে বানান লেখা ও শিখেনি; নাকি মুক্তমনা শব্দে ও সে আরবী গন্ধ খুঁজে পায়?-জাহেদ) *মুক্তমনের চর্চার বদলে বিএনপি স্টাইলে ভারতবিরোধি বাংলাদেশ প্রেমের জোয়ার এসেছে। দেশপ্রেম ভালো জিনিষ। যুক্তিবাদি ভারত বিরোধিতাও ঠিক আছে। কিন্তু তাই বলে একদম বিএনপি স্টাইলে ভারত বিরোধিতা মুক্তমোনার সম্পাদকের কাছ থেকে? এদিন ও দেখতে হলো!* পালকে আমার পালটা প্রশ্ন- মুক্তমনের চর্চাটা আসলে কী? আপনি যা বলেছেন তার উলটোটা, অর্থাৎ *বাংলাদেশ বিরোধী ভারত প্রেমের জোয়ার,* যেমনটি অহরহ বিভিন্ন ফোরামে মোল্লারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাকে? এটা কি শুধুই অভিযোগের মিল নাকি খানিকটা উভয় পক্ষের মনের ও মিল? তবে একটা জিনিস পরিষ্কারঃ মুক্তমনা সঠিক অবস্থানেই আছে। আমরা পালের ও গালি খাই, আবার মোল্লাদের ও গালি খাই। কী আর করা, বলুন! তবে আমরা মানবতার বিরুদ্ধে কোন প্রকার আগ্রাসন সমর্থন করি না, সেটি ল্যাটিন আমেরিকার বিরুদ্ধে আমেরিকা করলে ও না, আবার- নেপাল-বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারত করলে ও না। আর সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের ধারণায় মানবতাবাদীরা বিশ্বাস করেন না। হিটলারের ফ্যাসিজম উগ্র জাতীয়তাবাদেরই আরেক রূপ মাত্র। *পিরিয়ড।* বিপ্লব আর ও বলেছে - *'ইনারা মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসবাদে লোক মরলেও এক ঘটি কাঁদেন, আবার হেজবুল্লা মার খেলেও দুবাটি কাঁদেন। ....ইনারা যারা বাংলাদেশ-ভারতের আমেরিকান কনস্যুলেটের সামনে লম্বা লাইন দিয়ে আমেরিকায় এসেছেন তাদের কাওকেইতো আমেরিকা ডাকে নি।'* এটি কিন্তু ডাহা মিথ্যে কথা। হিজবুল্লার পক্ষে আমরা কখনোই লিখিনি। আর নিরীহ মানুষ মারার মতো বর্বর কাজ (সে ইস্রায়েল, হিজবুল্লাহ বা ইসলামিস্ট, যে-ই করে থাকুক) এর নিন্দে করার আগে বিপলব পাল যদি ভাবে যে তাঁর এ ব্যাপারে চুপ থাকা উচিৎ কারণ সে আমেরিকা এম্বেসীর সামনে লাইন ধরে ভিসা পেয়েছে, তাহলে আমি আর কী বলতে পারি! পালের আর ও কিছু অভিযোগ এ রকম- *বুশকে গালাগাল দেন, আবার বুশের কাছেই আসাইলাম চান!* এসাইলাম সিস্টেম আমেরিকাতে বুশ ক্ষমতায় আসার বহু আগে থেকে চালু। স্বয়ং আইনস্টাইনকে আমেরিকাতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। আমেরিকান কনস্টিটিউশন যেমনি এসাইলামের সূযোগ দিয়েছে বহিরাগতদেরকে, তেমনি পাশাপাশি *ফ্রিডম অব স্পীচ* ও *ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন* (ফার্স্ট এমেন্ডমেন্ট) নিশ্চিত করেছে। তা ছাড়া আমি তো কিছু লুকিয়ে এসাইলাম চাইনি। বুশের সমালোচনা করা আর আমেরিকান সাধারণ মানুষের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ কর কি সমান? স্বয়ং আমেরিকাতে অর্ধেকের বেশি লোক বুশকে সাপোর্ট করে না। আপত্তিটা কোথায়?

বিপ্লব পাল: *প্রশ্ন উঠতে পারে আমেরিকান নাগরিকরাও বুশকে গালাগাল দিয়ে থাকে। কিন্তু তারাতো আমেরিকার জন্মগত নাগরিক, অন্যদেশে যাবেন কোথায়?*

আমার জবাবঃ কী বোকামো যুক্তি! অমর্ত সেন কী আমেরিকার পলিসির সমালোচনা করেন না? তিনি তো এখানকার হার্ভাডের প্রফেসর! আর শুধু আমেরিকায় জন্ম নিয়েছিলেন বলেই কী বিখ্যাত কবি এলেন্স জিনসবার্গ লিখেছিলেন- *অমরেচিা.....ঘৈ ঠুচক য়ুরৈসলেঠ ওতিড য়ুরৈ াতমৈ বমৈব?* নাকি বলেছিলেন বিবেকের তাড়নায়? আসলে বস্তুনিষ্ঠ সমালোচলার জন্য থাকতে হয় চিন্তার সততা এবং স্বচ্ছতা- উভয়ই, যা বিপ্লব পালের মধ্যে দুঃখজনক ভাবে অনুপস্থিত।

বিপ্লব পাল: *'এই স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে বৃটিশ, দক্ষিন আমেরিকার সামন্ততন্ত্র, নাৎসি, কম্যুনিউস্টদের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে লাগাতার যুদ্ধ করতে হয়েছে? এখন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ চলছে ইসলামিক মৌলবাদের বিরুদ্ধে?*

জবাবঃ আমেরিকান স্বাধীনতা সংগ্রামী প্যাট্রিক হেনরীর বিখ্যাত উক্তি আমরা অনেকেই জানিঃ *'ীস লঠিৈ সৈ দারে, রৈ পচোৈ সৈ সওতেে, াস তৈ বৈ পুরচডাসদে াত তডৈ পরচিৈ ঠৈ চডানিস ানদ সলাখরেয়? টরৈবদি তি, অলমগিডতয় ঘদৈ! ী কনওৈ নতৈ ওডাত চুরৈসৈ তৈডরেস মায় তাকৈ; বুত াস ঠরৈ মৈ,* *গখিৈ মৈ লবিরেতয় রৈ গখিৈ মৈ দাতেড!* বিপ্লব এর উর্বর মস্তিষ্ক কী এর মর্ম বুঝবে? স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের যে কোন সংগ্রামে আমি/আমরা যে কাউকে সাপোর্ট দিতে রাজী, কিন্তু স্বাধীনতা ও গণতন্তের নামে বাণিজ্যকে নয়।

বিপ্লব পাল: *আমেরিকা ত্যাগ করে বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারবেন জাহেদ আহমেদ? আমেরিকার গ্রীনকার্ড ছুঁরে ফেলে, দেখাতে পারবেন, যে উনি যতার্থই আমেরিকা বিরোধি দেশপ্রেমী? যদি পারেন, তাহলে আমি বলবো জাহেদ আহমেদ জিন্দাবাদ। সাচ্চা লোক। কিন্তু যতদিন সে আমেরিকা না ছাড়ছে, আমি বলবো ব্যাটা একটা ভন্ড জোচ্চর।*

জবাবঃ আগেই বলেছি আমি দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদের ধরণায় বিশ্বাসী নই। বাংলাদেশের ঢাকা, ভারতের ব্যাংগালোরের মত নিউইয়র্ক ও আমার প্রিয় স্থান। তাছাড়া বিপ্লব পালের কাছে আমার নৈতিকতার পরীক্ষা দেয়ার কোন দরকার আছে বলে মনে করি না। আমি জানি, মনন ও বিশ্বাসে আমি কতখানি সৎ। পাল কি নিজেরটা জানে? তাছাড়া জানিয়ে রাখি- আমি আমেরিকার নাগরিক ও নই,

গ্রীণ কার্ড হোলডার ও নই।

বিপ্লব পাল: 'মুক্তমনের' অধিকারী জাহেদ আহমেদ সোনাগাছির বেশ্যাদের এতো ঘৃনা করেন, রিতিমতো শিঁউড়ে উঠতে হয়। মনে পড়ে মহম্মদ আটা মেয়েদের সাথে হ্যান্ডশেক করতে চাইতেন না! আমিতো এই জনৈক মুক্তমোনার মধ্যে মহম্মদ আটার মুখই দেখতে পাচ্ছি।

জবাবঃ আমি *ভিন্নমত* কে *'সোনাগাছি অন দ্য ওয়েব'* বলেছি। *'বেশ্যা'* শব্দটা ব্যবহার করিনি। স্বয়ং বাংলাদেশে ও পতিতাদের আজকাল কেউ *বেশ্যা* বলে না, বলা হয় *'যৌন কর্মী'।* তবে তুলনাটা দেয়ার ও একটা বিশেষ কারণ রয়েছে। সোনাগাছির মেয়েদের আমি অন্তত *ভিন্নমত* সম্পাদক বিপলব পালের চাইতে বেশি সম্মান করি। কেন? নাম্বার ওয়ান- আর যায় হৌক, তারা কপট নয়। যা করে বা বলে, তা মন থেকে। আর বিপ্লব পাল? বহু ঘোষণা ঢাকঢোল পিটিয়ে সে *ভিন্নমতে* পরিবর্তন আনতে গেল এই বলে *(আমাদের যে ভাবে ই-মেইলে লিখেছিল)* যে, আমেরিকা থেকে প্রকাশিত প্রায় সব গুলি বাংলা পত্রিকাই আবর্জনা। ও গুলি শিক্ষিত বাংগালীদের ছুঁয়ে দেখার ও উপযুক্ত নয়। আমরা আশান্বিত হলাম, এবার কিছু একটা হবে। অবশ্য এক অর্থে বলা যায়, *কিছু একটা* হয়েছে। অবশেষে হস্তীকের মূসিকের প্রসব ঘটলো। একটা নমুনা দেখানো যাকঃ

ভিন্নমত (২৬ মার্চ, ২০০৬ ইস্যু) (পেপার এডিশন)

সম্পাদকঃ কুদ্দুস খান

ডঃ বিপলব পাল

খবরের মধ্যে রয়েছে-

কোরাআন শরিফঃ ইংরাজী ও বাংলা (পৃ৬)

বাংলাদেশে দুই ডাক্তারের সেক্স স্ক্যান্ডাল নিয়ে উত্তেজনা (উত্তেজক ছবি সহ বর্ণনা) (পৃ৭)

নগ্ন হয়ে বিয়ের ফটো তোলা হচ্ছে চিনের লেটেস্ট ফ্যাশন (পৃ ৭)

ঐশ্বরিয়ার টপ লেস ফটো নিয়ে (পৃ৭)

পর্ণো কুইন সাভানা স্যাম্পসনের রথ দেখা কলা বেচা –ছবি সহ (ঐ)

বাংলাদেশী পর্ণোগ্রাফী অভিনেত্রীদের খবর

৩৫তম স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে বিশাল সরকারী ক্রোড়পত্র (বিএনপি জামায়াতী সরকারের ক্রোড় পত্র ভিন্নমতে! সবই টাকার খেল?) (পৃ২৪)

বিজ্ঞাপণঃ হালাল মিট রেস্টুরেন্ট ও গ্রোসারী (পৃ ৩১)

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, বিপ্লব পাল আমাকে '*ভন্ড জোচ্চর'* বলেছে। তাতে আমার জাত চলে যায়নি; আমি যা আছি তাই থাকবো। কিন্তু লক্ষ করার মত বিষয় হল- বিপ্লব পাল এবং কুদ্দুস খান প্রতি নিয়ত নারী মুক্তির কথা বলেন, ইসলাম নারীদের অধিকার খর্ব করেছে (আমি ও সেটা মানি) বলে ফলা ফাটান এবং বিএনপি জামায়াত সরকারের সমালোচনা করেন, আবার তাঁরাই কি-না কেবম মাত্র পাঠক সংখ্যা বাড়াতে ভিন্নমতকে পর্নোগ্রাফী ট্যাবলয়েডে রূপান্তরিত করতে পারেন, এবং আর ও পারেন বিএনপি-জামাত সরকারের কাছ থেকে বিজ্ঞাপণের টাকা নিতে। আমার সৌভাগ্য যে এমন একজন শঠ আমাকে *'ভন্ড জোচ্চর'* বলেছে। ধন্যবাদ, বিপ্লব পাল, মশাই।

বিপ্লব পাল: *আমরা সবাই উন্নত জীবনের সন্ধানে আমেরিকায় বসবাস করছি। এব্যাপারে জাহেদ, ফরিদ, আমি সবাই এক পথের পথিক। কিন্তু উনারা নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে হিরো হওয়ার জন্য আমেরিকা-ভারত বিরোধিতা করছেন। সেটাও বুঝি এবং সেইজন্য তাদের কাওকেই সাম্প্রদায়িক বলিনি'*

জবাবঃ আবার ও লিখছি, *নিজেদের সম্প্রদায়* জিনিসটা কী, একটু বুঝিয়ে বললে কৃতার্থ হব। এটা কী কেবল মুসলিম, নাকি কেবল নাস্তিক, বা মানবতাবাদী গোষ্ঠী? অবশ্য ভাবতে বেশ মজা লাগছে, *ভন্ড জোচ্চর* হলে ও আমরা তাহলে *সাম্প্রদায়িক* নই! এক জীবনে এমন কম্পলিমেন্টস প্রাপ্তি হিসেবে কী একেবারে কম?! তা ও রীতি মত বিপ্লব পালের মত একজন *বিজ্ঞান ও সত্যের পূজারীর (!)* কাছ থেকে!

ভালবাসা সবাইকে।

নিউ ইয়র্ক

২৯ জুলাই ২০০৬

(পরবর্তী প্রবন্ধ ক্বোরাণে বিজ্ঞান নিয়ে জামিলুল বাসারকে। -জা, আ)

লেখকের পরিচয়ঃ **মুক্তমনা** হিউম্যানিস্ট ফোরামের কো-মর্ডারেটর।